দৈনিক বাংলা

002

তারিখ ... 05 AUG 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 7 কলাম 6 ...

ওরা স্কুলে যাচ্ছে

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

টেকনাফ ও মহেশখালী উপকূলের ৪৫০ জন কিশোর-কিশোরীর হাতে কলম আর বই এসেছে। তারা এখন স্কুল ড্রেস নিয়ে স্কুলে ও আসা যাওয়া করছে।

কয়েক মাস আগেও এসব ছেলে-মেয়েরা মাঠে গরু-ছাগল চড়াত। নতুবা বাবা মাকে সাংসারিক কাজে সাহায্য করত। সেখানে স্কুল ছিল না তাই তাদের মা-বাবারাও ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখার ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেয়নি।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জার্মান রেডক্রসের আর্থিক সাহায্যে মহেশখালী ও টেকনাফ উপকূলে ৩টি সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ করে। এগুলো যথাক্রমে মহেশখালী উপজেলার পূর্ব সোনাদিয়া, তাজিয়াকাটা ও চরপাড়া এবং টেকনাফ উপজেলার চান্দালী পাড়া আলীর ডেইল ও কাটাবুনিয়া এলাকায় অবস্থিত।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ৩টি সাইক্লোন সেন্টারে ৩টি প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করেছে। এগুলো হচ্ছে তাজিয়াকাটা, চরপাড়া ও হাজাম পাড়ায়। স্কুল ৩টির সম্পূর্ণ ব্যয়ভার সোসাইটি

(১০-এর পৃঃ দ্রঃ)

ওরা স্কুলে যাচ্ছে

(৯-এর পৃঃ পর)

বহন করছে। প্রতিটি স্কুলে ২ জন করে শিক্ষক রয়েছেন। তাঁদেরকে সরকারী বেতন স্কেলে বেতন দেয়া হয়। স্কুল ৩টিতে শিশু শ্রেণী ও প্রথম শ্রেণীতে মোট ৪৫০ জন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে। ছাত্রছাত্রীদের বই ও পোশাক সোসাইটি নিজ খরচে সরবরাহ করছে।

মহেশখালী ও টেকনাফের উপকূলীয় এলাকায় রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি কর্তৃক স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া না হলে ৪৫০ জন কিশোর-কিশোরী নিরক্ষর থেকে যেত। তারা এখন নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত।